সমকাল

তারিখ 8 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সংসদীয় কমিটিতে প্রতিবেদন

অর্থাভাবে আটকে যাচ্ছে উপবৃত্তি কার্যক্রম

■ সমকাল প্রতিবেদক

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে বরাদ্দ চেয়েও প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া যায়নি। ফলে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কাজ হচ্ছে না প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। বিদ্যালয়হীন গ্রামে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ মুখ থুবড়ে পড়ছে। আটকে গেছে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া।

বুধবার সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠকে উত্থাপিত এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশ নেন কমিটির সদস্য ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, শামসুল হক চৌধুরী, আবদুর রহমান, নজরুল ইসলাম বাবু, আবুল কালাম, আলী আজম, মোহাম্মদ ইলিয়াছ এবং উম্মে রাজিয়া কাজল বেগম।

বৈঠকে উত্থাপিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয়করণের আওতাভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়া ও অবসর ভাতার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সিলিং অনুযায়ী রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে উন্নয়ন ব্যয় পেয়েছে হ্রাস। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে নির্ধারিত সিলিংয়ের অতিরিক্ত আরও এক হাজার ৫০৩ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ চেয়েছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে এর বিপরীতে পাওয়া গেছে মাত্র ১২১ কোটি টাকা। ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আগের বছরের উপবৃত্তি ২০১৪-১৫ সালে দিতে হবে। কারণ এ প্রকল্পে বরাদ্দ প্রয়োজন আরও ১১৫ কোটি টাকা।

এ ছাড়া তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আগামী অর্থবছরে জিওবি বরাদ্দ কমপক্ষে ৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়হীন গ্রামে দেড় হাজার বিদ্যালয় স্থাপন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শেষ হবে। এই অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটে জিওবি বরাদ্দ সিলিংয়ের অতিরিক্ত আরও এক হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। তবে এই অতিরিক্ত টাকা না পেলে সব জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে না।